শিক্ষক-কর্মচারীরা আজ সিদ্ধান্ত জানাবেন

‘প্রত্যয়’ নিয়ে ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে বৈঠক

ঢাবি প্রতিবেদক
১৪ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

সর্বজনীন পেনশনের প্রত্যয় স্কিম প্রত্যাহারের দাবিতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে বৈঠকের পর শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, বৈঠক সন্তোষজনক হয়েছে। তবে আজ রবিবার রাতে শিক্ষক সমিতির ফেডারেশনের বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর আগ পর্যন্ত পাবলিক

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের চলমান কর্মবিরতি কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

গতকাল শনিবার ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সর্বজনীন পেনশনের ‘প্রত্যয়’ স্কিমের প্রজ্ঞাপন বাতিল ইস্যুতে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষক প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন ওবায়দুল কাদের। বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, কর্মবিরতির বিষয়ে সাংগঠনিকভাবে আলোচনার পর শিক্ষকরা তাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন। সর্বজনীন পেনশনের ‘প্রত্যয়’

স্কিমের কার্যকারিতা ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে শুরু হবে। এ বিষয়ে '২০২৪ সালের ১ জুলাই শুরু হবে' বলে যে তথ্য দেওয়া হয়েছিল তা সঠিক নয়।

শিক্ষকদের সুপার গ্রেড প্রদানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'আমরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা ও লিখিত দাবিনামা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর সমীপে উত্থাপন করব। পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা আলাপ-আলোচনা করে নেব। আশা করি সমাধান আসবে।' শিক্ষকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করার অনুরোধ করেছেন বলেও জানান ওবায়দুল কাদের।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদ এম মোজাম্মেল হক, মির্জা আজম, আফজাল হোসেন, সুজিত রায় নন্দী, দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস, শিক্ষা ও মানবসম্পদ সম্পাদক ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শামসুন্নাহার চাপা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে বৈঠক শেষে বেরিয়ে অধ্যাপক নিজামুল হক ভূঁইয়া সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'আমরা আমাদের দাবি জানিয়েছি। দাবিগুলোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেন বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা সারা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রবিবার রাতে আলোচনা করব। সেখানে আমাদের পরবর্তী করণীয় কী তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। তবে এখন পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আগের মতোই আমাদের সর্বাত্মক কর্মবিরতি কর্মসূচি চলবে।' আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে সন্তোষজনক বৈঠক হয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বিত সংগঠন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুল ইসলাম এবং মহাসচিব অধ্যাপক নিজামুল হক ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছেÑ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের তিন দফা দাবিতে চলমান শিক্ষক আন্দোলন মুলতবি করার কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি; বরং পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অপরিবর্তিত রয়েছে। রবিবার ফেডারেশনের জরুরি সভায় পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা সমিতির মহাসচিব আব্দুল কাদের (কাজী মনির) বলেছেন, 'শিক্ষকদের সঙ্গে সরকারের একটি প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়েছে। সে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা, তা রবিবার শিক্ষকরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবেন। এরপর আমরাও আমাদের সিদ্ধান্ত জানাব। তবে শিক্ষকদের মতো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গেও সরকারকে বসতে হবে।'

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক আব্দুল মোতালেব বলেন, 'আমরা এখনো সরকার থেকে কোনো আশ্বাস পাইনি। আমাদের বিষয়টা আমাদের, শিক্ষকদের বিষয়টা তাদের। সরকার একজনকে সুবিধা দেবে আরেকজনকে দেবে না, এটা হয় না। আমাদের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।'

প্রত্যয় স্কিমকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়ে গত ১ জুলাই থেকে শিক্ষকরা আন্দোলনে রয়েছেন। তাদের দাবি হলোÑ 'প্রত্যয়' স্কিমের প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার, সুপার গ্রেডে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্তি এবং শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো

প্রবর্তন করতে হবে।